সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম এনালিস্ট/ সিনিয়র প্রোগ্রামার
প্রোগ্রামার
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সহঃমেঃ ই-১/ সহঃমেঃই-২
নথি
ডাইরি নং.....
তারিখ 17/01/2022

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস ও এপিএ শাখা
www.rthd.gov.bd

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর ষাণ্মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : **মোঃ নজরুল ইসলাম**
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
স্থান : সভাকক্ষ
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ০৬.০১.২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বেলা ১১.০০ টা
উপস্থিতি : **পরিশিষ্ট 'ক'**

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নিজ নিজ অবস্থান হতে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে গুরুত্বারোপ করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (এনআইএস ও এপিএ) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা:

দপ্তর/সংস্থা ভিত্তিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্য অংশ						
দপ্তর/সংস্থা	সূচক সংখ্যা				মান	
	মোট	পূর্ণমান প্রাপ্ত	আংশিক নম্বর প্রাপ্ত	অর্জনহীন	বরাদ্দকৃত	প্রাপ্ত
সওজ অধিদপ্তর	৩১	৩১	-	-	৩৯	৩৯
বিআরটিএ	৫	৪	১	-	৯	৮.৪২
বিআরটিসি	৫	১	৪	-	৬	৪.৫
ডিটিসিএ	৩	৩	-	-	৩	৩
ডিএমটিসিএল	৯	৮	১	-	১০	৯.৩৮
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৫	২	-	৩	৮	৪
মোট	**৫৮**	**৪৯**	**৬**	**৩**	**৭৫**	**৬৮.৩**
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য অংশ						
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৭	১০	৫	২	২৫	২২.২৭
সর্বমোট	**৭৫**	**৫৯**	**১১**	**৫**	**১০০**	**৯০.৫৭**

আলোচনা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে এ বিভাগ আশানুরূপ ফল অর্জন না করায় সভাপতি কর্তৃক অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। গত অর্থ বছরের এপিএ বাস্তবায়নে এ বিভাগের আরও ভালো অবস্থান অর্জন করার সুযোগ ছিল বলে সভাপতি কর্তৃক উল্লেখ করা হয়। যে সকল সূচকের বিপরীতে কোন অর্জন নেই বা আংশিক নম্বর অর্জিত হয়েছে সে সকল সূচকে ব্যর্থতার কারণগুলো অনুসন্ধান করে তা থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে চলতি অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়নে তৎপরতা বৃদ্ধির বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় ভাল অবস্থান অর্জন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: অনুবিভাগ প্রধান (সকল), এপিএ টিম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)।

২. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর ষাণ্মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;

দপ্তর/সংস্থার নামঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন	অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা	২য় ত্রৈমাসিকের অর্জন	ষান্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা	ষাণ্মাসিক অর্জন	৩১.১২.২১ পর্যন্ত মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[১.১.৩] বাস্তবায়িত আশুগঞ্জ নদী বন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউরা-স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	১	৩০	৪২	৩.১৯	৬	৫.০৯	৩৫.০৯

আলোচনা: সভাপতি কর্তৃক ষাণ্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উল্লিখিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক গতিতে চলমান রয়েছে এবং RDPP বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে। RDPP একনেকে অনুমোদিত হলে এ সূচকের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া যাবে ও কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আসবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্ত: পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে এ প্রকল্পের RDPP একনেকে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং একইসাথে কার্যক্রমের গতি বাড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: প্রকল্প পরিচালক, আশুগঞ্জ নদী বন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউরা-স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, সওজ অধিদপ্তর।

[১.১.৪] চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি হতে রাউজান সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	১	৫০	৭৫	৫	১২.৫	১০	৬০

আলোচনা: আলোচ্য সূচকে ষাণ্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে পড়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুসারে কাজের অগ্রগতি প্রায় শতভাগ; অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অতিরিক্ত ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন পড়বে। প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে উল্লেখ করে সভাপতি কর্তৃক চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়টি অর্থবিভাগের সম্মতির উপর নির্ভরশীল ও এ বিষয়টি বছরের শুরুতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সময় অবগত থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রা সঠিকভাবে নির্ধারণ না করতে পারা অদক্ষতার সামিল। প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়েই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত: ষাণ্মাসিক অর্জন সন্তোষজনক নয়, আগামী দুই ত্রৈমাসিকে কাজের গতি বৃদ্ধি করে যেকোন ভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি হতে রাউজান সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীত প্রকল্প।

[১.৭.৪] ক্রস বর্ডার প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কালনা সেতু	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	১	৫০	৯৫	৭	২২.৫	১২.৫০	৬২.৫০

আলোচনা: এ সূচকে ষাণ্মাসিক অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, বর্তমানে সেতু সংলগ্ন রাস্তার কাজ চলমান রয়েছে এবং তার সিংহভাগ সম্পন্ন হয়েছে। সেতু সংলগ্ন রাস্তার কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন না হওয়ায় উল্লিখিত সূচকে ষাণ্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে অগ্রগতি দেখানো সম্ভব হয়নি। উক্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ শীঘ্রই শেষ হবে এবং তখন এ সূচকে আরও ২০% অগ্রগতি অর্জিত হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। আগামী জুন, ২০২২ এর মধ্যে সেতুটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উল্লিখিত সূচকে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর আন্তরিকভাবে কাজ করে এ সূচকে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: প্রকল্প পরিচালক, ক্রস বর্ডার প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কালনা সেতু,সওজ অধিদপ্তর।

[১.৯.১] বাস্তবায়িত ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	১	১০	২০	২	৫	৪	১৪

আলোচনা: প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পে বর্তমানে পাইলিং এবং মাটি ভরাটের কাজ চলমান থাকায় অগ্রগতি কিছুটা মন্থর রয়েছে। এ সকল কাজ শেষ হলে উক্ত প্রকল্প আশানুরূপ গতি লাভ করবে এবং জুন, ২০২২ এর মধ্যে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উক্ত প্রকল্পে জনবল সংকট রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন সার্বিক দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত আরও কিছু কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে এ প্রকল্পের অগ্রগতি অধিকতর বেগবান হবে।

সিদ্ধান্ত: প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট যে সকল পদ খালি রয়েছে সে সকল পদে অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে এবং এ সূচকে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর ও উপসচিব, সওজ গেজেটেড সংস্থাপন শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

[৩.৬.১] বাস্তবায়িত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) (সওজ অংশ)	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	১	৬৫	৮০	৪.৬০	৭.৫	৭.৫১	৭২.৫১

আলোচনা: প্রকল্প পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, প্রকল্প (সওজ অংশ) বলেন এ সূচকে ষাণ্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং এ প্রকল্পের কাজ বর্তমানে পুরোদমে চলমান রয়েছে। জুন, ২০২২ এর মধ্যে উল্লিখিত সূচকে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত: এ সূচকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ডিসেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করে জনসাধারণের ব্যবহারের

দপ্তর/সংস্থার নামঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন	অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা	২য় ত্রৈমাসিকের অর্জন	ষান্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা	ষাণ্মাসিক অর্জন	৩১.১২.২১ পর্যন্ত মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।									
বাস্তবায়নকারী: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়িত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্প (বিআরটি) (সওজ অংশ)।									

দপ্তর/সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন	অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা	২য় ত্রৈমাসিকের অর্জন	ষান্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা	ষাণ্মাসিক অর্জন	৩১.১২.২১ পর্যন্ত মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১
[৪.১.২] পরিবহনকৃত পণ্য	সমষ্টি	পরিমান (হাজার টন)	২	৫০০	৫৫০	২২৬.৪০	২৭৫	৪২৬.০৬	৪২৬.০৬
আলোচনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বলেন, উল্লিখিত সূচকে অগ্রগতি সন্তোষজনক এবং এ সূচকে লক্ষ্যমাত্রার বড় অংশ ইত:মধ্যে অর্জিত হয়েছে। জুন,২০২২ এর পূর্বেই এ সূচকে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।									
সিদ্ধান্ত: বর্তমান অগ্রগতি বজায় রেখে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।									
বাস্তবায়নকারী: চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)।									

দপ্তর/সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন	অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা	২য় ত্রৈমাসিকের অর্জন	ষান্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা	ষাণ্মাসিক অর্জন	৩১.১২.২১ পর্যন্ত মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[২.১.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রিফ্রেশার পেশাদার চালক	সমষ্টি	সংখ্যা (হাজার)	২	৮০ (৭৬.১)	৬০	১৭.৮২	৩০	২৭.১৫	২৭.১৫
আলোচনা: এ সূচকে ষাণ্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন চলতি অর্থ বছরের প্রারম্ভে লকডাউন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ থাকায় ২০২১ সালের জুলাই মাসে পেশাদার চালকদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কার্যক্রম খানিকটা ব্যাহত হয়। বর্তমানে বিধি-নিষেধ না থাকায় এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে। তাই আশা করা যায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের শেষ প্রান্তিকে এ সূচকে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।									
সিদ্ধান্ত: সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বাড়তে থাকায় এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে এবং করোনা ভাইরাসের তৃতীয় ঢেউ দ্বারা আক্রান্তের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকাকালীন উক্ত সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।									
বাস্তবায়নকারী: চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।									

দপ্তর/সংস্থার নামঃ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন	অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা	২য় ত্রৈমাসিকের অর্জন	ষান্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা	ষাণ্মাসিক অর্জন	৩১.১২.২১ পর্যন্ত মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[৩.১.১] Mass Rapid Transit (Line-6) নির্মিত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	২	৭৫ (৬৭.৬৩)	৯০	৩.৪৬	১১.১৯	৬.৪১	৭৪.০৪
আলোচনা: এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক, Mass Rapid Transit (Line-6) প্রকল্প বলেন, উল্লিখিত সূচকে পুরোদমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে । ষাণ্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে অর্জন কিছুটা কম হলেও এখন যে গতিতে কার্যক্রম চলছে তাতে জুন, ২০২২ এর মধ্যেই এ সূচকে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।									
সিদ্ধান্ত: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে এ সূচকে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।									
বাস্তবায়নকারী: প্রকল্প পরিচালক, Mass Rapid Transit (Line-6) প্রকল্প, ডিএমটিসিএল।									

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ									
কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন	অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা	২য় ত্রৈমাসিকের অর্জন	ষান্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা	ষাণ্মাসিক অর্জন	৩১.১২.২১ পর্যন্ত মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১
[২.২.১] বিআরটিএ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ সেশনসমূহ পরিবীক্ষিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১২	১৮	১০	৯	১৩	১৩
আলোচনা: এ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (এনআইএস ও এপিএ) বলেন, উল্লিখিত সূচক বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিবীক্ষণ টিম বরাবর ০২ (দুই) বার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ সূচকে ষাণ্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। আশা করা যায় জুন, ২০২২ এর অনেক আগেই এ সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।									
সিদ্ধান্ত: করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে আবার সরকারি/বেসরকারি কার্যক্রম বিধি-নিষেধ আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিদ্যমান স্বাভাবিক পরিস্থিতি চলাকালীন সময়ে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে এ সূচকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।									
বাস্তবায়নকারী: বিআরটিএ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ সেশনসমূহ পরিবীক্ষণ টিমের সদস্য (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।									
[৪.২.১] উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে মনিটরিং টিমের ভিজিট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১০০ (৬৭)	৬০	১৮	৩০	২৬	২৬
আলোচনা: এ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (এনআইএস ও এপিএ) বলেন উল্লিখিত সূচকে ষাণ্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এছাড়া ভবিষ্যতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব বৃদ্ধির কারণে সরকার কর্তৃক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ হবে তাই পরিস্থিতি অনুকূলে থাকাকালীন সময়ে গঠিত টিমসমূহের মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা প্রয়োজন।									
সিদ্ধান্ত: ফেব্রুয়ারি,২০২২ এর মধ্যে মনিটরিং টিম কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করত: প্রতিবেদন এনআইএস ও এপিএ শাখায় প্রেরণ করতে হবে।									
বাস্তবায়নকারী: উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে গঠিত মনিটরিং টিম প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।									

সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২১-২২ কর্মপরিকল্পনা:

আলোচনা: সিনিয়র সহকারী সচিব (এনআইএস ও এপিএ) বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ২.২ নং সূচকে দ্বিতীয় প্রান্তিকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৫ টি PSC সভার বিপরীতে ১০ টি PSC সভা আয়োজিত হয়েছে এবং ০১ টি PIC সভা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এ ক্ষেত্রে কোন সভা আয়োজিত হয়নি।

সিদ্ধান্ত:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	২.২ সূচকে ৩য় ত্রৈমাসিকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে অতিরিক্ত ০৫ টি PSC সভা এবং ০১ টি PIC সভা আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা-২০২১-২২:

আলোচনা: এ বিভাগের ইনোভেশন টিমের সদস্য সচিব সভায় উপস্থিত না থাকায় সিনিয়র সহকারী সচিব (এনআইএস ও এপিএ) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নে ২য় ত্রৈমাসিকে পিছিয়ে পড়া সূচকসমূহ নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন।

১.৬.১ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ডিসেম্বর/২১ এর মধ্যে ০২ টি অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা থাকলেও এ সূচকে এখনও কোন সভা আয়োজিত হয়নি।

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.	১.৬.১ সূচকে বর্ণিত ০৪ টি অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা জুন,২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করে যথাযথ প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।	উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২:

আলোচনা: যুগ্মসচিব, এমআরটি অধিশাখা বলেন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ২০২১-২২ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে

কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনায় সে সকল সূচকে ষান্মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি সে সকল সূচকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আগামী দুই ত্রৈমাসিকে তা পূরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত: অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সূচকসমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২:

আলোচনা: সিনিয়র সহকারী সচিব (এনআইএস ও এপিএ) বলেন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ২০২১-২২ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেশিরভাগ সূচকে অর্জন সন্তোষজনক। [২.২.১] কর্মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অংশীজনদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য অংশের অন্যান্য কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত অবহিতকরন সভার সাথে একযোগে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। আশা করা যায় জুন,২০২১ এর মধ্যে এ কর্মপরিকল্পনার সকল সূচকে অর্জন নিশ্চিত হবে।

সিদ্ধান্ত: আগামী এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে অংশীজনদের সমন্বয়ে ০২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সিটিজেন চার্টার ,সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২:

আলোচনা: এ বিভাগের উপসচিব, আইন অধিশাখা তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ২য় ত্রৈমাসিক বেশিরভাগ সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং ষাণ্মাসিক অগ্রগতি সন্তোষজন বলে সভাকে অবহিত করেন। এ ক্ষেত্রে যে সকল সূচকে অগ্রগতি তুলনামূলক কম সে সকল সূচকের বিষয়ে আলোকপাত করেন।

১.৫.১ তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ০৩ টি প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে ০১ টি প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। আগামী মাসগুলোতে বাকি ০২ টি প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

১.৬.১ তথ্য অধিকার বিষয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ০৩ টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিপরীতে ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে ০২ টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যেই উল্লিখিত সূচকে বাকি ০১ টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	১.৫.১ সূচকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে বাকি ০২ টি প্রচার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	উপসচিব (আইন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২.	১.৬.১ সূচকে বর্ণিত বাকি ০১ টি প্রশিক্ষণ ফেব্রুয়ারি/২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	উপসচিব (আইন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/=
১৩.০১.২০২২
মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০০১.২১-০৯

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ১৬ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, দক্ষিণ নগর ভবন, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, প্রবাসী কল্যান ভবন (লেভেল-১৪) ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, হাউজ নং-৪, রোড নং-২১, সেক্টরঃ ৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
৭. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯. প্রকল্প পরিচালক, আশুগঞ্জ নদী বন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউরা-স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
১০. প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি হতে রাউজান সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীত প্রকল্প
১১. প্রকল্প পরিচালক, ক্রস বর্ডার প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কালনা সেতু
১২. প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়িত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্প (বিআরটি) (সওজ অংশ)
১৩. প্রকল্প পরিচালক, Mass Rapid Transit (Line-6) প্রকল্প
১৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ [সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১৫. উপসচিব (টোল ও এক্সেল, আইন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৭. সিনিয়র সহকারী সচিব, অডিট শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৮. অফিস কপি

১৬.০১.২০২২

(মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সুজন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ২২৩৩৫৫৫২৮
ই-মেইল: dsaudit@rthd.gov.bd